ভোরের কাগজ

তারিখ ... 30 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঘুষ

# এক অধ্যাপিকাকে আটকের পর মুক্তি

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে কাজী কামরুন নাহার নামের একজন সহযোগী অধ্যাপিকাকে প্রথমে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অধ্যাপিকার আত্মীয়-স্বজনরা বন্ডসই দিয়ে রমনা থানা থেকে ছাড়িয়ে নেয়। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গতকাল শনিবার বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে সচিবালয়ে

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

## এক অধ্যাপিকাকে

● শেষের পাতার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে টঙ্গি সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপিকা কাজী কামরুন নাহার ঢাকায় যে কোনো কলেজে বদলির জন্য তদবির করতে যান। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব খুরশিদা খাতুনের কক্ষে গিয়ে তাকে অতিসত্বর ঢাকায় বদলি করে আনার জন্য অনুরোধ করেন। উপসচিব অধ্যাপিকাকে জানিয়ে দেন যে, ঢাকায় যাদেরকে বদলি করে আনা হবে তা এখনো কমিটির মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়নি। এ সময় অধ্যাপিকা বলতে থাকেন কতো লোক, কতোভাবে বদলি হয়ে আসে। আমি পারছি না। বদলির ফরমালিটির জন্য অধ্যাপিকা মন্ত্রণালয় উপসচিবকে একটি খাম দেন। খামে কি আছে জানতে চাইলে অধ্যাপিকা বলতে চাননি। এ সময় উপসচিব তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করেন। সচিব বিষয়টি জানার জন্য একজন সিনিয়র সহকারী সচিবকে পাঠান। খামটি খুলে দেখা যায় খামের ভিতর ২০ হাজার টাকা। টাকা দেখে সঙ্গে সঙ্গেই সচিবালয়ের পুলিশকে জানানো হয়। পরে রমনা থানা থেকে পুলিশ এসে অধ্যাপিকাকে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাটি অধ্যাপিকার আত্মীয়-স্বজনরা জেনে থানায় গিয়ে বন্ডসই-এর মাধ্যমে তাকে ছাড়িয়ে নেন বলে জানা যায়।

এ ব্যাপারে উপসচিব খুরশিদা খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, রমনা থানায় আমার লিখিত অভিযোগের পরেই অধ্যাপিকাকে আটক করা হয়।